107

আজকের কাগজ

তারিখ 18 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রীদের দাবি-দাওয়া এবং কিছু প্রাসঙ্গিক কথা

ফজিলাতুন নেছা বাপ্পী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক ছাত্রী হলের ছাত্রীদের উদ্যোগে গত ৮ ফেব্রুয়ারি '৯৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে কিছু জীর্ণ কালাকানুনের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি পেশ করা হয়, এই কালাকানুনগুলো একজন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যেমন অন্তরায় তেমনি অবমাননাকর।

প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত কালাকানুনের বিরুদ্ধে অনেক আগে থেকেই ছাত্রীরা বিচ্ছিন্নভাবে তাদের দাবি-দাওয়া পেশ করছিলেন। তবে বর্তমানে তিনটি আবাসিক হলের ছাত্রীরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই সমস্ত জীর্ণ কালাকানুনগুলোকে বাতিলের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। এটা অত্যন্ত আশার কথা, দেরিতে হলেও ছাত্রীরা তাদের অধিকারবোধ আদায়ের ক্ষেত্রে সচেতন হয়েছেন।

১৯২২ সালের প্রক্টরিয়াল রুলস এবং ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স ও রেগুলশনস-এ এমন কিছু বিধি বিধান রয়েছে যা ১৯৯৫ সালের আবাসিক ছাত্রীদের প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার করছে। "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ও রেগুলেশনস' (জুন, ১৯৮৬ সন পর্যন্ত সংশোধিত ও ক্যালেন্ডার-২) এর অধ্যায়-৯-এর দ্বিতীয় খন্ডে ধারা-৩ এ বলা হয়েছে যে,

"ক্লাসে যাওয়া ছাড়া হলের বাইরে অন্য কোথাও যেতে হলে হল কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাগবে।"

ধারা-৯ এর দ্বিতীয় অংশে বলা হয়েছে যে, "হলের অনুষ্ঠানাদি এবং আপ্যায়নের অংশ গ্রহণ করতে চাইলে কমপক্ষে তিনজন ছাত্রীকে একত্রে থাকতে হবে।"

১৯৯২ সালের প্রক্টরিয়াল রুলস-এর কিছু বিধান ১৯৭৩ সালের রেগুলেশনস-এর সংবিধিবদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছেঃ

(১) প্রত্যেক সন্ধ্যায় ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই হাজিরা দিতে হবে।

(২) স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ আবাসিক শিক্ষক এবং প্রভোষ্ট অনুমোদিত আবেদনপত্র দিয়ে ছাত্রীরা হলের বাইরে যেতে পারবে।

(৩) লেইট পারমিশনের ক্ষেত্রে ও স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষরসহ আবাসিক শিক্ষক ও প্রভোষ্ট অনুমোদিত আবেদনপত্র দিয়ে ছাত্রীরা হলের বাইরে যেতে পারবে।

(৪) বান্ধবী, মা, বোন বা আত্মীয় এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও হলে প্রবেশ করতে পারবে না।

সচেতন ব্যক্তি মাত্রই জানেন, আইন মানুষের কল্যাণের জন্য। মঙ্গলের জন্য আমরা জানি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৮ নং অনুচ্ছেদের ২ নং ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে,

একটি বিশেষ মহল ছাত্রীদের যুক্তিসংগত দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। তারা বলছে ছাত্রীরা সারারাত হলের বাইরে থাকতে চায়, যখন- তখন হলে প্রবেশের অনুমতি চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এধরনের উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্য মূলক কোন দাবি উপাচার্যের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে উত্থাপন করা হয়নি। এছাড়াও সেই প্রতিক্রিয়াশীল মহলটি এই অপপ্রচারও করছে যে, আবাসিক ছাত্রীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের সংগে জড়িত। এই সংবাদ সম্পূর্ণ সঠিক নয়। শামসুন নাহার হলের একজন আবাসিক ছাত্রী হিসাবে আমি বলছি, গত ১১ ফেব্রুয়ারি হল প্রশাসন ও ছাত্রীদের সমন্বয়ে এক সাধারণ সভায় উক্ত হল প্রভোস্টের এক প্রশ্নের জবাবে সভায় আগত সকল ছাত্রীরা হাত তুলে এবং মৌখিকভাবে তাদের এই দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন, তারা আরো বলেন এই দাবিসমূহ ন্যায় সঙ্গত এবং যৌক্তিক।

"রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার ভোগ করবেন।

১৯৪৫ সালের জাতিসংঘ সনদের মুখবন্ধে বলা হয়েছে যে, "মৌলিক মানবাধিকারের প্রতি, ব্যক্তির মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি, পুরুষ ও মহিলা, ছোট বড় জাতির সমঅধিকারের প্রতি আস্থা পুনঃস্থাপনে জাতিসংঘের অন্তর্ভূক্ত জনগণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

১৯৪৮ সালের সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা যা 'সকল জাতির এবং মানুষের অর্জনের সাধারণ মান হিসেবে, গৃহীত হয় 'যে দর্শনের উপর নির্ভরশীল তা হলো 'সকল মানুষই বন্ধনহীন অবস্থায় এবং সমমর্যাদা ও সমঅধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তাদের বুদ্ধি ও বিবেক আছে এবং তাদের উচিৎ ভ্রাতৃত্বমূলক মনোভাব নিয়ে একে অপরের প্রতি আচরণ করা"

এই সমস্ত মৌলিক মানবাধিকার এবং সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে আবাসিক ছাত্রীদের দাবিসমূহ নিম্নরূপঃ-

(১) স্থানীয় অভিভাবকের অনুমতি ও স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতা তুলে দিতে হবে।

(২) লেইট পারমিশনের নিয়ম কানুন থেকে আবেদনপত্র প্রথা তুলে দিতে হবে। এক্ষেত্রে হল সংরক্ষিত খাতায় যুক্তিসংগত কারণ লিখে যাওয়াই যথেষ্ট হবে।

(৩) ছাত্রী হলে চালু থাকা প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজিরা প্রথা তুলে দিতে হবে।

(৪) ছাত্রী হল গেইট বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলা রাখা পর্যন্ত খোলা রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে স্থানীয় অভিভাবকের অনুমতি ও স্বাক্ষরের বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে দেখা যায়- বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধার ভিত্তিতে ভর্তি হওয়ার পর একজন ছাত্রীকে আবাসিক ছাত্রী হলে থাকার যোগ্যতা অর্জন করতে হলে 'স্থানীয় অভিভাবক' থাকতে হবে। এই আইনের ফলে আবাসিক ছাত্রীরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছে। আবাসিক হলে থাকতে আসা ঢাকার বাইরে থেকে ছাত্রীদের অনেকেরই ঢাকায় কোন পরিচিতজন নেই। এক্ষেত্রে তারা ভাইয়ের বন্ধু, খালার বান্ধবীকে স্থানীয় অভিভাবক নিযুক্ত করেন বাধ্য হয়ে। যার সংগে হয়তো হল আহুত লোকাল গার্ডিয়ানদের ইন্টারভিউর দিন ছাড়া আর কোনদিনই যোগাযোগ হয় না। এছাড়াও কোন ছাত্রী বাড়ি যেতে চাইলে লোকাল গার্ডিয়ানদের এর স্বাক্ষরসহ আবেদনপত্র হল প্রশাসনকে জমা দিতে হয়। এক্ষেত্রে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। যেমন, কোন ছাত্রীর স্থানীয় অভিভাবক যদি উত্তরা বা বনানী থাকেন, তাহলে উক্ত ছাত্রীকে সেখানে গিয়ে স্বাক্ষর আনতে হয়। এখানে সময় এবং অর্থ দুটোই জড়িত এবং সাথে জড়িত অনিশ্চয়তাও যে স্থানীয় অভিভাবককে পাওয়া যাবে কিনা?

লেইট পারমিশনের ক্ষেত্রে ছাত্রী হলগুলিতে বর্তমান যে নিয়ম প্রচলিত আছে সেগুলোর কার্যকারিতা অত্যন্ত ধীরগতির। এক্ষেত্রেও স্থানীয় অভিভাবকের স্বাক্ষর। আবাসিক শিক্ষক ও প্রভোষ্টের অনুমতি লাগে।

হাজিরা প্রথার যে নিয়ম ছাত্রী হলগুলিতে চালু আছে সেটি হচ্ছে শীতকালীন সময় সন্ধ্যা ৬.৩০ মিঃ এবং গ্রীষ্মকালীন সময় সন্ধ্যা ৭.০০ অথবা কোন কোন হলে ৭-৩০ মিনিটে ঘন্টা বাজার সংগে সংগে হলে প্রবেশ করতে হবে এবং হাউজ টিউটরদের অফিস নামে অভিহিত ছোট একটি রুমে সব ছাত্রীদের হাজিরা দিতে হবে। এর ফলে যেসমস্ত ছাত্রীর চার অথবা পাঁচতলায় থাকেন তাদের প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এছাড়াও অসুস্থতা এবং পরীক্ষার ব্যাপারটিতো আছেই। পরপর তিনদিন হাজিরা না দিলে বিভিন্ন এ্যাকশনের হুমকি দেয়া হয়।

চার নম্বর দাবীটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী যতক্ষণ পর্যন্ত খোলা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত হল গেইট খোলা থাকবে এবং একজন ছাত্রী ইচ্ছে করলে লাইব্রেরী ওয়ার্ক করার জন্য লাইব্রেরী খোলা থাকা পর্যন্ত যেন যেতে পারেন। কেননা, এটি একজন মানুষ হিসেবে একজন ছাত্রীর মৌলিক অধিকার। 'নিরাপত্তাহীনতার দোহাই দিয়ে কোনমতেই মানুষ হিসাবে একজন ছাত্রীর এই অধিকার খর্ব করা ঠিক নয়। এ ক্ষেত্রে 'আমার ভালোত্ব আমাকেই নিশ্চিত করতে হবে।' বর্তমানে দেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে কেউ কাউকে কোন ব্যাপারেই নিরাপত্তা দিতে পারে না। আবাসিক ছাত্রীদের অনেকেই প্রাইভেট টিউশনি করেন, পার্ট টাইম জব করেন, বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থার সংগে জড়িত, আইনের ছাত্রীরা চেম্বার ওয়ার্ক করেন ইত্যাদি কাজে অনেক ছাত্রীই জড়িত। এ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী খোলা থাকা পর্যন্ত যদি হলগেইট খোলা থাকে তাহলে অনেক ছাত্রীই অনেক অসুবিধা থেকে মুক্তি পাবেন। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য বুয়েট, মেডিক্যাল এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা এব্যাপারে সমান অধিকার ভোগ করেন।

একটি বিশেষ মহল ছাত্রীদের যুক্তিসংগত দাবি-দাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে চলমান আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। তারা বলছে ছাত্রীরা সারারাত হলের বাইরে থাকতে চায়, যখন- তখন হলে প্রবেশের অনুমতি চায় ইত্যাদি ইত্যাদি। এধরনের উচ্ছৃংখল ও নৈরাজ্য মূলক কোন দাবি উপাচার্যের কাছে পেশকৃত স্মারকলিপিতে উত্থাপন করা হয়নি। এছাড়াও সেই প্রতিক্রিয়াশীল মহলটি এই অপপ্রচারও করছে যে, আবাসিক ছাত্রীদের ক্ষুদ্র একটি অংশ এই আন্দোলনের সংগে জড়িত। এই সংবাদ সম্পূর্ণ সঠিক নয়। শামসুন নাহার হলের একজন আবাসিক ছাত্রী হিসাবে আমি বলছি, গত ১১ ফেব্রুয়ারি হল প্রশাসন ও ছাত্রীদের সমন্বয়ে এক সাধারণ সভায় উক্ত হল প্রভোস্টের এক প্রশ্নের জবাবে সভায় আগত সকল ছাত্রীরা হাত তুলে এবং মৌখিকভাবে তাদের এই দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন, তারা আরো বলেন এই দাবিসমূহ ন্যায় সঙ্গত এবং যৌক্তিক।

এই চারটি দাবি আদায়ের লক্ষ্যে তিনটি ছাত্রী হলেই আন্দোলনের কর্মসূচী অব্যাহত রয়েছে। শামসুন নাহার হলসহ অন্যান্য হলের ছাত্রীরা প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজিরা দিচ্ছে না এবং ঘন্টা বাজানো হচ্ছে না। তিনটি হলেই প্রতিদিন মিছিল সমাবেশ হচ্ছে।

আবাসিক ছাত্রীরা ১৮ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ সমাবেশ আহবান করেছেন এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সংগঠনের নেতারা এই দাবি-দাওয়াগুলোকে সমর্থন করেন বলে বিবৃতি দিয়েছেন, তারা সর্বাত্মক সহযোগিতার ও আশ্বাস দেন।

'মানুষের জন্য আইন-আইনের জন্য মানুষ নয়' আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অনতিবিলম্বে আবাসিক ছাত্রীদের এ সমস্ত যৌক্তিক দাবীগুলো মেনে নেয়ার ব্যাপারে কার্যকরী পদক্ষেপ শুরু করবেন এবং সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে ৭৩ বৎসরের জীর্ণ আইন পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট [illegible] দেবেন, সহযোগিতা করবেন।

[illegible] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়